Edmund Spenser

Born 1552, London, England
Died 1599, London, England
Occupation Poet
Nationality English
Notable work *The Faerie Queene*

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

১৫৫২ সালে এডমন্ড স্পেনসার লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার লিংকনশায়ার থেকে লন্ডনে এসেছিল। ১৫৬১ সালে স্পেনসার মার্চেন্ট টেইলরস বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৫৬৯ সালে প্রেমব্রশুক হল ক্যামব্রিজ থেকে গ্রাজুয়েট হন এবং ক্যামব্রিজ থেকেই ১৫৭৬ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৫৬৯ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশনা 'Anonymous'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৫৯৫ সালে তাঁর Amoretti and Epithalamion শিরোনামে বিখ্যাত সনেটগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। ১৫৯৪ সালের জুন মাসে এলিজাবেথ বয়লি নামের এক সুন্দরী নারীর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে Colin Clout's Come Home Againe (1595), Four Hymns (1596), The Faeire Queene বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পেত্রার্কীয় সনেটের অনুসরণে প্রেমবিষয়ক সনেট রচনা করে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

১৫৯৯ সালে এই মহান কবি পরলোকগমন করেন।

স্পেনসারের 'Amoretti' কবিতাটি ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকাকে লিখিত কিংবা নিবেদিত এই কবিতা। ধারণা করা হয় যে, এলিজাবেথ বয়লি নামের যে মহিলাকে কবি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন তাকে নিবেদিত কিংবা তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা এই কবিতাটি। স্পেনসার প্রেমবিষয়ক সনেট রচনাতেই হয়ত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। এদিকে এ কবিতা প্রকাশের পূর্বেই পেত্রার্কের Rime ইংরেজি কাব্যধারাকে স্পর্শ করেছে। পেত্রার্কীয় চিন্তাচেতনা ও ভাবধারা তখন ইংরেজ তরুণ কবিদের অনুপ্রাণিত করছে। পেত্রার্কীয় চেতনাকে আত্মস্থ করে ইংরেজি সনেটের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সূচনা করেন স্পেনসার তাঁর প্রেমবিষয়ক সনেটগুলো রচনা করে। সমালোচকদের মতে, কবিতাটিতে যেন বর নতুন কনেবধূকে নিবেদন করছে তার হৃদয়ের আকুতি। প্রেমদেবতা কিউপিডের প্রসঙ্গও এসেছে কবিতাটিতে। প্রেমিকাকে দেবী হিসেবে চিত্রিত করেছেন স্পেনসার তাঁর এ কবিতায়। প্রেমিকাকে লিখিত লিপিগুলো প্রেমের দেবীর হাত থেকেই এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং পুরাণ ব্যবহারে কবিতাটি অসাধারণ সৌন্দর্যে দীপ্যমান।

The Faerie Queene: Book I Canto I

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল কবিতা

(১)

দ্যাখো, আমি একজন কবি, যে কিছুকাল আগেও
রচনা করতো রাখালিয়া গ্রাম্য কবিতা, রচনা করতো'
মাস আর ঋতুর আবর্তন ভিত্তিক কবিতাবলি,
আর আমি সেই জন করতে বাধ্য হচ্ছি সে কর্মটি
যে কর্মের মোটেই উপযুক্ত নই আমি, আমার কণ্ঠে
উচ্চকিত কাঠিন্য, রচনা করছি বীরত্ব গাঁথার মহাকাব্য
রচনা করছি যুদ্ধ গাঁথা পুরোনো দিনের নাইট আর বীরত্বের কাহিনি,
সেই সব নাইট আর অভিজাত রমণীকুলের মহতী ভালোবাসা
নিয়ে আমার কবিতা বহন করছে নৈতিক আদর্শের গাঁথা।

(২)

ওহে পবিত্র চিরকুমারী সঙ্গীতের দেবী, ন'টি কাব্যবলার প্রধান,
সহায়তা দিন কর্মে আমার যে ভার অর্পণ করেছেন মোর পরে
সহায়তা চাই কারণ এ কর্মের উপযুক্ত নই আমি,
প্রকাশ করুন আমার তরে পুরোনো সেই লুকোনো কাহিনি,
প্রকাশ করুন সেই সব তথ্য, রানি কর্তৃক নিয়োজিত নাইটদের,
প্রকাশ করুন রাজা আর্থারের বীর নাইটদের বিষয়াবলি,
যারা রূপসী রানির খোঁজে চষেছিল পুরোটা জগৎ,
তাদেরই তরে আমার বেদনা, যারা পায়নি উপযুক্ত সম্মান।
হে কাব্যদেবী আমার দুর্বল জিহ্বায় দিন শক্তি সে সঙ্গীত গাওয়ার।

(৩)

আর এখানে তোমাকেও চাই প্রেমের দেবতা কিউপিড,
রূপসী ভেনাস আর দেবরাজ জুপিটারের পুত্র,
আর তুমি প্রেমের শর নিক্ষেপ করেছিলে রাজা আর্থারের বক্ষে,
যে কারণে সে উন্মত্ত হয়েছিল ভালোবাসার উত্তাপে,
ডাকছি কিউপিড, ছোঁড়ো তোমার তীর, এক সাথে এসো যুদ্ধদেবতা
এসো মার্সকে সঙ্গে করে তোমার মাতা ভেনাস সহ আমার সহায় হতে,
যেন যুদ্ধ দেবতা তার মারমুখী স্বভাব ভুলে আসে শান্ত রূপে,
সে এবার উপভোগ করবে মানবের মহতী প্রেম ভালোবাসা
তার মারমুখী যুদ্ধচেতনা আর ধ্বংসযজ্ঞ ভুলে।

(৪)

আর সে রূপসী রানি, স্বর্গীয় দেবীর সৌন্দর্যে দীপ্যমান,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বীপ ইংল্যান্ডের রানি তিনি,
তাঁর আলোক প্রভা উজ্জ্বল সূর্যের মতো পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত,

আসুন রানি, আলোকপ্রভা দিন আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে,
রানির পবিত্র প্রভা জাগুক মোর দুর্বল অনুরাগী চিত্তলোকে,
আমার দৃষ্টিতে রানি প্রতিভাত হোক দেবী উনার মতো
রানি এলিজাবেথ, রানি এলিজাবেথ বড়োই মহতী রানি তিনি,
তিনি শ্রবণ করবেন আমার এই সঙ্গীত দেবী উনারূপে,
দুর্বল লেখনি মোর সহায়তা চায় আপনার দয়ার।

সর্গ -১

(১)

একজন অভিজাত নাইট অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করে পথে প্রান্তরে,
মহান যিশুর লাল ক্রুশ চিহ্ন অংকিত অস্ত্র তার হাতে,
আঘাত এড়াতে তার বক্ষে পরেছে রৌপ্যের বক্ষাবরণী।
যে বর্মের ক্ষত চিহ্ন স্মরণ করায় অতীত দিনের রক্তাক্ত যুদ্ধের কাহিনি,
কিন্তু রেড ক্রস যোদ্ধা তখনো করেনি কোনো যুদ্ধে যোগদান
অশ্বের গতি তার বড়োই হিংস্র, লোহার লাগাম কামড়ে গ্যাঁজলা তুলেছে মুখে
কিন্তু নাইটের আচরণ বড়োই কোমল, সর্বদা উৎফুল্ল চিত্ত সে,
অশ্বে আরোহণ করে এগুচ্ছে সে সাহস আর আত্মবিশ্বাসে,
যে কোনো সংঘাত আর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে।

(২)

বুকে শোভে তার রক্ত রাঙা ক্রুশ চিহ্ন
স্মরণ করায় মহান যিশুকে যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে
ক্রুশ চিহ্ন খচিত সেই মহতী ব্যাজ শোভে তার বুকে,
নাইটের বক্ষে শোভিত ক্রুশ চিহ্ন প্রকাশিছে
নাইটের প্রয়েজন মহান যিশুর সহায়তা করুণা।
নাইট বড়োই বিশ্বস্ত আর মহান যিশুর অনুসারী,
বিশ্বাস আর কর্মেও নাইট একই পথের অনুগামী,
কোনো সন্দেহ নেই যিশুর আনুগত্যে তার, মুখে শোভে শান্ত নীরবতা
কোনো কিছুতেই ভীত নয় সে, অন্য সবার সে ভীতির কারণ।

(৩)

মহান রূপসী রানি গ্লোরিয়ানার কাছে,
অভিযান কর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাইট,
পরী রাজ্যের মহতী রূপসী রানি এই গ্লোরিয়ানা,
নাইট তাঁর অভিযানে পেয়েছেন রানির পৃষ্ঠপোষকতা,
নাইটের চোখে রানির দৃষ্টি ভঙ্গিমা যেন সারা জগতের সেরা,
সদা তার অশ্বে দ্রুত ধাবমান এই মহান নাইট
যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করতে সদা বদ্ধপরিকর,
নাইট সদা চায় নতুন নতুন যুদ্ধকৌশল খুঁজে নিতে
যুদ্ধ করতে প্রস্তুত সদা ড্রাগন আর ভয়াল জীবদের সাথে।

(৪)

এক রূপসী রমণী যাচ্ছে গাধার পিঠে বসে নাইটের পাশাপাশি,
গাধাটা সাদা বরফের চেয়েও আরো সাদা,
আর রমণী যেন শ্বেত গাধার রঙের চাইতেও মোহনীয়,
রূপসীর রূপ ঢাকা পড়েছে পুরো ঘোমটার আড়ালে,
লিলেনের আবরন হতে কিছুটা প্রকাশিছে সে মুখচ্ছবি,
মুখমণ্ডল তার আবরণে ঢাকা, পরনে কালো গাউন,
কী যেন হারানোর বেদনা দু'চোখে তার ফেলেছে করুণ ছায়া,
গাধার পৃষ্ঠে আলুথালু বেশে কী যেন বিয়োগ ব্যথায় কাতর
সাথে তার দড়িতে বাধা দুগ্ধ ধবল এক মেষশাবক।

(৫)

তারই পাশে হেঁটে যাওয়া সাদা মেষশাবকের মতোই রমণী খাঁটি, সহজ সরল,
পুরোটা জীবন সে করেছে শুদ্ধতা আর পবিত্রতার সাধনা,
সে এসেছে এক অভিজাত প্রাচীন বনেদী পরিবার হতে,
তার পূর্ব পুরুষেরা ছিল প্রাচীন আমলের এক খ্যাতিমান রাজবংশ,
তাদের প্রভাব ছড়িয়ে ছিল পূর্ব সমুদ্র তট হতে পশ্চিমের সমুদ্র অবধি,
পুরোটা জগৎই যেন ছিল তার পূর্ব পুরুষদের করতলে,
আকস্মিক নারকীয় ভয়াল শয়তানের কবলে পড়ে ধ্বংস হলো রাজ্যপাট,
শয়তানের উপর প্রতিশোধ নিতে রমণী ডেকেছিল এই নাইটকে,
যেন নাইট এসে ধ্বংসকামী শয়তানের উপরে প্রতিশোধ নেয়।

(৬)

রমণীর পিছে পিছে হেঁটে যাচ্ছে বড়োই আলসে খর্বাকৃতি এক লোক,
নাইট আর রমণীর অনুসরণ করতে করতে সে বড়োই ক্লান্ত
পিঠে তার চেপে বসে আছে রমণীর এক বিশাল ব্যাগ,
তাদের চলার পথেই হঠাৎ আকাশ ঢাকল ঘন মেঘে,
মহান দেবরাজ কুপিত হয়ে বৃষ্টিধারা ছড়িয়ে দিলেন পৃথিবীতে,
ঘন ধারায় নেমে এল বারিধারা, সবাই খুঁজল নিরাপদ স্থান,
আর সেই মোহনীয় জোড়া, যুগল রমণী আর নাইট
মনে মনে দুজনে খুবই খুশি হলো,
একই জায়গায় এই দুর্যোগে নিজেদের একে অপরের কাছে পেয়ে।

(৭)

পেতে চাইল তারাও আশ্রয়, কাছাকাছি কোনো স্থানে,
সামনে পেয়ে গেল বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন ঝোপ,
ঝড়ো হাওয়া হতে এই ঝোপ রক্ষা করবে এ যুগলকে।
এ ঝোপের দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষগুলো ঘন সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত,
ঘন ঘন গাছগুলো অনেক জায়গা জুড়ে গায়ে গায়ে লেগে আছে,
এতটাই ঘন সন্নিবেশিত পত্রাবলি, যা ঢেকেছে আকাশের আলো,
অরণ্যের মাঝ বরাবর চলে গেছে প্রসারিত পায়ে চলা পথ

নাইট আর রমণীর কাছে এ ঝোপ নিরাপদ মনে হতেই,
দুজনে এক সাথে ঢুকে গেল পত্রশোভিত ঝোপের ভেতরে।

(৮)

ঢুকে গেল তারা ঝোপের ভেতরে, খুশি হলো এমন আশ্রয় পেয়ে,
আরো খুশি হলো তারা যখন শুনতে পেল পাখির কাকলি,
যে পাখিরা ঝড়ের তাড়না হতে রক্ষা পেতে ঢুকেছে ঝোপের ভেতরে,
পাখিরা নিয়েছে আশ্রয় হেথা কুপিত আকাশের তাড়া খেয়ে,
নাইট আর রমণী অবাক হলো এমন দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষ দেখে,
জাহাজ তৈরি হয় যে কাঠে সেই সিডার আর পাইন বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে দর্প ভরে,
আঙুর লতা জড়িত এলম আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর পপলার,
আছে আরো ওক বৃক্ষ, যা দ্বারা নির্মিত হয় বাড়ি ঘর,
সাইপ্রাস জন্মে কবরস্থানে যা স্মরণ করায় মৃত্যুকে।

(৯)

আছে হেথা লরেল বৃক্ষরাজি, যার পত্র দ্বারা সম্মানিত করা হয় বিজয়ী বীরকে,
বলা হয় এ পত্র দ্বারা সম্মানিত করা হয় কবি আর ভবিষ্যদ্‌বক্তাকেও,
এসবের পাশে আছে ফার বৃক্ষরাজি, প্রেমিকযুগলের আচ্ছাদন উইলোরাজি
আরো আছে, ইয়ো বৃক্ষ যে বৃক্ষ দ্বারা তৈরি হয় ধনুক,
আরো আছে বার্চ বৃক্ষ, যা দ্বারা তৈরি হয় তীর, করাতকলের কাজেও লাগে,
মিররা বৃক্ষ খেতে তিক্ত, মিষ্টিগন্ধি ফল এ থেকে সদা নির্গত হয় আঠা।
বিচ বৃক্ষ যার দ্বারা তৈরি হয় রথ, আরো কত না কার্যকরী বৃক্ষরাজি।
আছে অলিভার বৃক্ষ, আছে ওক বৃক্ষের সারি।
আছে ম্যাপল বৃক্ষরাজি, যাদের পত্র সদা বাতাসে দেয় করতালি।

(১০)

ঝড় থেমে গেলে যাত্রা শুরু হলো নাইট আর রমণীর,
যাত্রা পথে উৎফুল্ল তারা, কোনো মানসিক যাতনা নেই তাদের,
এবার বেরুনোর পথ খুঁজল তারা, যে পথে এসেছিল হেথা সেই পথ,
কিন্তু না, বহু খোঁজাখুঁজি করেও সে পথের তারা পেল না সন্ধান,
এলোমেলো কত পথে হাঁটল তারা তবুও পেল না আসল পথ,
এই ভাবে তারা খুঁজে পেয়েছে সঠিক পথ তারপরই ভাবে ও পথ ভুল,
তারা ভয় পেল এই ভেবে হয়তো বেশি শক্তি হারাচ্ছে তারা,
বার বার একই পথে বহুবার ঘুরে ঘুরে ভাবল তারা,
সত্যিকার পথটাকেই হয়তোবা তারা বার বার ভুল করে পেরিয়ে যাচ্ছে।

(১১)

শেষে সিদ্ধান্ত নিল তারা, যতক্ষণ না পেরুতে পারবে এ অরণ্য,
যতক্ষণ না বাইরে বেরুতে না পারবে ততক্ষণ চলতেই থাকবে,
তারা হঠাৎ হঠাৎ এমন পথ খুঁজে বের করে যে পথে হেঁটেছে অনেকবার,
প্রতিবারই ভাবে এই পথ হয়তো তাদের বাইরে নিয়ে যাবে,
যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে তারা প্রচেষ্টা চালাল অনেক,

শেষে হঠাৎ করেই সে অরণ্যে খুঁজে পেল তারা এক পাহাড়ি গুহা
সাহসী নাইট উদ্যোগ নিল সেই আঁধার গুহায় ঢোকার,
নাইট ঘোড়া হতে নেমে ছুঁড়ে দিল অস্ত্র,
বিন্দুমাত্র সময় সে নষ্ট করতে চাইল না এ কাজে।

(১২)

ভদ্রমহিলা বলল নাইটকে, খুবই সাবধান,
কোনো ভুলের বশবর্তী হয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনো না,
অরন্য ভীতিকর সন্দেহ নেই, বিপদ প্রায়ই ওত পেতে থাকে গোপন স্থানে
কোথাও ধোঁয়ার চিহ্ন নেই, ধারে কাছে মানুষ আছে বোধ হয় নাকো
ভীতিকর কিছু কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা জানার উপায় নেই,
অতএব, মাননীয় নাইট কোনো উদ্যোগ গ্রহণের আগে সতর্ক হউন,
জানাল নাইট, আহ্ রমণী, ভয় দেখে ফিরে আসা আমার জন্য লজ্জাকর
একজন পবিত্র মানব সর্বদা যেতে পারে আঁধার পেরিয়ে
আর আলোকবর্তিকা পথ দেখায় সে মহতী জনকে।

(১৩)

বলল রমণী তা ঠিক, এখানকার ভয়ভীতি বিষয়ে আপনি বেশি অবগত
আপনাকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে দেরি হয়ে গেছে মোর,
আর ফিরে যাওয়ার দিকটিও এখানে কাপুরুষতার পরিচয়,
জ্ঞানের কথা হলো কেউ একজন দরোজায় উপস্থিত হয়ে,
তাকে অন্তত একবার চারপাশ ভালো করে দেখে নেয়া উচিত,
এ অরণ্য পরিচিত গোলকধাঁধার অরণ্য নামে, ভয়ভীতি ভরা,
এ অরণ্য দানবীয় অরণ্য, এ অরণ্য ঘৃণা করার মতো অরণ্য,
এ অরণ্য ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়েরই না পছন্দ, অতএব সাবধান
বামুন জানাল পালাও এখান থেকে, মানুষের বাস করার জো নেই এখানে।

(১৪)

কিন্তু প্রাণ শক্তি আর সাহসে পরিপূর্ণ যুবক নাইট,
কোনো রকম বাধা বিপত্তিই তাকে ঠেকাতে পারবে না,
অতঃপর সে এগুলো সামনে আর তাকাল গুহার ভেতরে,
নাইটের অস্ত্রের ঝিলিক কিছুটা দূর করেছে গুহার অন্ধকার,
সে আলোতে নাইট দেখলেন গুহাতে বসে থাকা জঘন্য এক দানবীকে
অর্ধেক শরীর তার সাপের আর অর্ধেকটা তার নারীর,
লেজের অংশ তার বার বার আছড়াচ্ছিল মাটিতে,
দেখতে জঘন্যরূপী সে অর্ধ সর্প অর্ধ মানবী দানব,
দৃষ্টিপথে সে দানবীর ছবি বড়োই জঘন্য আর ভীতিকর।

(১৫)

আর দানবী শায়িত ছিল নোংরা ময়লা মাটিতে,
বিশাল লেজটা ছড়িয়ে ছিল পুরো গুহাটা জুড়ে,

আর লেজের গিঁটে তার অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন,
হাজারটি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে এই জঘন্য দানবী,
প্রতিদিন তার বিষাক্ত স্তন্য পান করায় হাজার ছানাদের,
একটির সাথে অন্যটির মিল নেই, সবগুলো জঘন্য আকৃতির,
অকস্মাৎ অস্ত্রের ঝিলিক গিয়ে পড়লে দানবীর এক ছানার উপরে
দানবীর মুখ হতে ছানাগুলো বের হচ্ছে,
ফের ঢুকে যাচ্ছে দানবীর মুখ গহবরে।

(১৬)

ভয় পেয়ে ওদের দানবী মাতা বেরিয়ে এল গুহা হতে,
লেজটা দানবী চারপাশে চক্রাকারে ঘোরালো মাথার উপর দিয়ে,
ছড়িয়ে দিয়েছে তার দীর্ঘতর লেজ, যা প্রায়ই গোটানো থাকে,
চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল দানবী, অস্ত্র হাতে এক মানব সন্তানকে,
দানবী দ্রুত নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল গুহার ভেতরে
কারণ আকস্মিক আলোর ঝলকানি তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল,
সে ভেবেছিল নিশ্চয়ই কোনো ভয়াল ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে,
সে ছিল গভীর আঁধারের জীব, কেউ তাকে ভালো করে দেখেনি,
আর দানবীও জগতের অন্য কিছু ভালো করে দেখেনি কোনোদিন।

(১৭)

সাহসী নাইট যখনি দেখল দানবীকে,
তৎক্ষণাৎ দানবী নাইট হিংস্র সিংহের মতো লাফিয়ে পড়ল,
নিজেকে কোনো রকমে বাঁচাল হিংস্র দানবী হতে,
নিজ অবস্থানে থেকেই বিকট আওয়াজ তুলল দানবী,
আর চারপাশে আন্দোলিত করতে থাকল তার বিচিত্র লেজ,
আর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় লেজটা তার আছড়াচ্ছিল মৃত্তিকায়,
মোটেই ভীত হলো না নাইট সে উঁচু করল তার শক্তিশালী হাত,
দুটো হাত সে আন্দোলিত করল প্রবল শক্তিতে,
আর দানবী প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আঘাত করল তার কাঁধে।

(১৮)

দানবী তার ক্ষত নিয়ে কিছুটা দমিত হলো, তার চেতনা লুপ্ত হওয়ার জোগাড়,
আকস্মিকভাবেই তার ক্রোধ জাগ্রত হলো, ঠেলে তুলল নিজেকে,
প্রচণ্ড দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সে ফের উত্থিত হলো,
তার লেজ জড়ো করে ছুঁড়ে দিল নাইটোর বর্মের উপরে
আর মুহূর্তে সে তার লেজ গুটিয়ে নিল পুরো শরীরে,
বড়োই সমস্যায় পতিত হলো নাইট এমন মুহূর্তে
কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নয় সে, দানবীর লেজ বাঁধল কঠিন বাঁধনে
মহান ঈশ্বরই মানবকে বাঁচান কঠিন বিপদ হতে,
নাইট দানবীকে বাঁধল কঠিন রশিতে চিরদিনের তরে।

(১৯)

নাইটের সাথী সেই মহিলা দানবীর সাথে যুদ্ধের ভয়াবহতায় ব্যথিত হলো,
চিৎকার করে সে বলল, স্যার নাইট, এবারে কী শক্তি দেখাবে তুমি,
তোমার শারীরিক শক্তির জন্য মহান যিশুর প্রশংসা করো,
ভীত হয়ো না, দানবীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা না করলে,
ঐ দানবীই তোমাকে হত্যা করত শ্বাসরুদ্ধ করে,
নাইট যখন শুনল ঐ মহিলার কথা তখন গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে দানবীর
অতঃপর সকল শক্তি সঞ্চয় করে সে তার হাতটা উঠাল উপরে,
সে অনুভব করল দানবীর লেজের কুণ্ডলী হতে মুক্ত সে,
দানবী যে লেজের কুণ্ডলী দ্বারা আটকে ধরেছিল তাকে।

(২০)

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দানবী বাঁচার তরে নোংরা মুখ গহবর হতে
ছুঁড়ে দিল প্রচুর পরিমাণে ভয়ঙ্কর কালো বিষ,
তারই সাথে ছুটে আসছিল ছেঁড়াখোঁড়া মাংসের টুকরো,
দানবীর মুখমণ্ডল হতে আসা পচা দুর্গন্ধে, নাইট
দানবীর ঠোঁট চেপে ধরা রশি ছেড়ে সরে এল দূরে,
দানবীর বমির সাথে বেরিয়ে এল, অনেক গ্রন্থ আর কাগজ,
বমির সাথে এল নোংরা সব ব্যাঙ, যেগুলো থাকে ঘাসে জঙ্গলে,
যেগুলো জীবন ধারণ করে ঘাস লতাপাতা, গাছের শেকড়ে
দানবীর বমি দুষিত করল পুরোটা এলাকা।

(২১)

প্রাচীন নীল নদ জলভারে স্ফীত হয় নির্দিষ্ট ঋতুতে,
তীর ছাপিয়ে জলরাশি মিশরীয় উপত্যকে প্লাবিত করে,
কর্দমাক্ত জল ছাপিয়ে যায় সমভূমি আর নিম্ন উপত্যকা,
প্লাবন কমে গেলে জল ফিরে যায় বিপুল কর্দম বহন করে,
আর সে কাদায় থাকে হাজারো রকমের ক্ষুদ্র প্রাণীরা
এদের মাঝে কিছু প্রাণী স্ত্রীলিঙ্গ কিছু পুংলিঙ্গধারী।
উর্বর কর্দমে এদের জন্ম, এখানেই জীবনের বিকাশ,
কোনো মানুষ এসব দেখতে সমর্থ হয় না কোনোদিন
এই সব কর্দমে জন্ম নেয়া জঘন্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদের।

(২২)

নাইট বুঝলেন ঠিক তেমনি কদাকার জীবেরা ঘিরেছে তাকে,
নোংরা দুর্গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলো তাঁর,
বুঝলেন এ দুর্গন্ধে চেতনাশক্তি কর্মশক্তি দুটোই বিলীন হচ্ছে তাঁর,
ড্রাগনের সাথে যুদ্ধরত থেকে এটা বুঝতে পারেন তিনি,
যখনি দানবী বুঝতে পারে নাইটের শক্তি নিঃশেষ প্রায়,
তখনি সে তার বমনের মধ্য দিয়ে বের করে এই কদাকার জীব,
কালো কালির মতোই দুর্গন্ধে ভরা এই কদাকার প্রাণীগুলো,

জীবগুলো ক্রমে নাইটের পা বেয়ে উঠতে লাগল,
জ্বালাতন করলেও এগুলো ক্ষতি করছে না মোটেই।

(২৩)

সরল রাখাল যখন পাহাড় শীর্ষে উঠে শান্ত গোধূলিতে,
পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে দেখে ডুবেছে লাল রঙা সূর্য,
তাকিয়ে দেখে তার মেষগুলো চরছে নীচে, ঘাসে ঢাকা সমতলে,
মেষগুলো মহানন্দে সমতলভূমিতে খাচ্ছে আনন্দে ঘাস,
আকস্মিকভাবেই একদল ডাঁশমাছি ঘিরে ধরল রাখালকে,
হুল ফোটানোর চেষ্টা চালাতে থাকল তার শরীরে,
ঘিরে ধরল রাখালকে উড়ন্ত পতঙ্গেরা, পালানোর পথ পেল না সে,
দু'হাতে সে তাড়ানোর চেষ্টা চালাল পতঙ্গগুলোকে,
বার বার পতঙ্গগুলো বিকট গুঞ্জন করতে থাকল চারপাশে।

(২৪)

একই রকম দুর্দশায় পতিত হয়েছে নাইট এটা বুঝতে পারল সে,
এ জীবনে কখনো এমন বিপদে পতিত হয়নি সে,
রাগান্বিত নাইট সামনে এগুলো শত্রু পানে,
সিদ্ধান্ত নিল এই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার,
প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানল শত্রুকে লক্ষ্য করে,
অতঃপর দানবীর ধড় হতে মাথাটা আলাদা করল এক কোপে,
জঘন্য তার সেই কর্তিত মস্তক বীভৎস রূপ নিল,
নাইটের রক্তপিপাসু তরবারির আঘাতে দানবীর
দেহ হতে কালো কয়লার মতো রক্ত স্রোত প্রবাহিত হলো।

(২৫)

বিকট শব্দ করে দানবী ঢলে পড়ল জমিনে,
ছানাপোনাগুলো তার ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে,
আতঙ্ক ছড়াল ওদের মাঝে ওদের মাতার দুর্দশা দেখে,
দানবীর গা বেয়ে উঠতে লাগল প্রাণীগুলো,
ইচ্ছে ওদের লুকোবে গিয়ে দানবীর মুখ গহবরে,
কিন্তু থামল তারা, চেটে খেতে থাকল মায়ের রক্ত,
ক্ষুদ্র জীবগুলো ওদের মায়ের রক্ত পান করে তুষ্ট,
খুঁজে বের করল মাতার মূল ক্ষতস্থান,
এই রক্ত ধারা যেন তাদের বেঁচে থাকার জন্য আশীর্বাদ।

(২৬)

নাইট রীতিমতো হতবাক হলো এমন জঘন্য দৃশ্য দেখে,
যেখানে মায়ের রক্ত চেটে খাচ্ছে তারই সন্তানেরা,
দেখে মনে হয় ওরা সব ঈশ্বরের অভিশপ্ত আত্মা,
রক্ত দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণে তারা রীতিমতো ব্যগ্র,
বেশি রক্ত পান করে ওদের পেটগুলো শেষে ফেটে হলো চৌচির,

নাড়িভুঁড়িগুলো শেষে ছিঁড়েফেড়ে বেরুলো বাইরে,
নাইটের এই সব দেখে আর সময় পার করার সময় নেই,
তার শত্রুপক্ষের সাথেও আর নেই যুদ্ধের প্রয়োজন,
শত্রুদল নিজেরাই একে অপরের ধ্বংসযজ্ঞে মেতেছে।

(২৭)

রমণী দূরে অবস্থান করে সব দেখে শুনে বলল নাইটকে,
ওহে মহান নাইট, শুভ নক্ষত্রে জন্ম হয়েছিল আপনার,
দেখুন আপনার শত্রু দানবী মরে পড়ে আছে সম্মুখে আপনার,
আপনি অস্ত্রধারী একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, আজকের এইক্ষণে
আপনি প্রদর্শন করেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে আপনার বীরত্ব প্রতিভা,
এটাই ছিল আপনার জীবনের প্রথম রোমাঞ্চকর অভিযান,
আমি প্রার্থনা করি আপনার জীবনে আসবে এমন অনেক অভিযান,
আমি সর্বদা মনে মনে আশা রাখি, প্রার্থনা করি,
আপনি যেন প্রথম অভিযানে সর্বদা জয়ী হন।

(২৮)

অতঃপর নাইট অশ্বে আরোহণ করে শুরু করলেন যাত্রা,
তাঁর সঙ্গিনী রমণীও তাঁর অশ্বের পিছে পিছে এগুলো,
এবারে নাইট বেছে নিলেন সহজ সরল পথ,
যে পথে চলা ফেরা করছে তিন অশ্বচালিত বহু গাড়ি,
অন্য আর কোনো পথ না বেছে চলল একই পথে,
অবশেষে এই পথই তাদেরকে নিয়ে এল অরণ্যের বাইরে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ সাথে নিয়ে নাইট এগুলেন সম্মুখে,
অশ্বে বসে বসে তিনি উপভোগ করছিলেন এই অভিযান,
হয়তো বহু অতীতে তারই মতো কেউ এসেছিল এ পথে।

(২৯)

অবশেষে রমণী ও নাইট দেখা পেলেন এক বৃদ্ধ লোকের,
বয়সের ভারে জীর্ণ, বৃদ্ধ পরে আছে কালো পোশাক, পা দুটো খালি,
চুল দাড়িগুলো তার পুরোপুরি সাদা,
কোমরে গোঁজা তাঁর একখানি পুস্তক,
ধীরস্থির স্বভাবের এই বৃদ্ধ লোকটি খুবই মনোযোগ,
সহকারে পাঠ করছে গ্রন্থখানি, আগ্রহের দৃষ্টিতে,
তার চোখ দুটো সদা নিবদ্ধ নিম্ন দিকে, তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে,
সে খুবই সাধারণ সহজ সরল, সকল জটিলতা মুক্ত,
সে যেন নিজের পাপমুক্তি কামনা করছে সর্বদা।

(৩০)

বৃদ্ধ মাথা নীচু করে নাইটকে জানাল সম্মান,
নাইটও তেমনি করে দিলেন তাঁর অভিবাদনের উত্তর,

এবার নাইট জানতে চাইলেন বৃদ্ধ মানুষটির কাছে,
তিনি দূরের কোনো অঞ্চলের কোনো রহস্যময় অভিযানের কথা জানেন কিনা,
আহা, পুত্র আমার, আমি এসব খবর কী করে জানব,
সাধারণ মানুষ আমি থাকি নিভৃত এক গোপন ডেরায়,
সর্বদা মহান ঈশ্বরের নিকট পাপ মোচনের প্রার্থনা করি,
কী করে জানব জগতের সমস্যা আর যুদ্ধ বিগ্রহের কথা?
আমার মতো একজন সাধুর এসব চিন্তা না করাই উত্তম।

(৩১)

পুনর্বার বলল বৃদ্ধ, যদি শুনতে চাও ভয়াল কিছু যা গেঁথে বসেছে হেথায়,
প্রতিদিন এখানে শয়তানের অত্যাচারে অত্যাচারিত হচ্ছে মানুষেরা,
আমি জানাব তোমাকে এমন এক ব্যক্তির কথা,
যে কাছে এবং দূরের সব লোকালয় ধ্বংস করেছে,
এগুতে এগুতে সে জানাল, আমি তার কিছুটা সন্ধান দেব,
দেখাব তোমাকে সেই জায়গা দূরে থেকে
যেখানে সেই অত্যাচারী দানবরূপী মানব বাস করে,
যে অমানুষ সর্বদা দুর্নামের বাক্য উচ্চারণ করে সব নাইটদের উদ্দেশ্যে
সে মানব সকল প্রাণিজগতের তরে এক অভিশাপস্বরূপ।

(৩২)

বৃদ্ধ জানাল, এ মানুষ বাস করে এ স্থান হতে দূরে, রুক্ষ এক স্থানে
যদি পথে যেতে এ জগতের মানুষের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে তাহলেই বিপদ,
অতঃপর রমণী জানাল, এখন রাত্রি ঘনিয়ে আসছে,
আমি জানি একটু আগের যুদ্ধে আপনি এখন অবসন্ন,
একজন শক্তিমান মানুষের কাছে এটা কোনো বিষয় নয়,
সে যদি কখনো দুর্বল বোধ করে তাহলেই বিশ্রাম চায়,
সূর্যের যে রথ সারাটি দিন আকাশ পরিভ্রমণ শেষে
ডুবে যায় পশ্চিম সাগরের অতলে,
সেও তো সন্ধ্যেবেলায় চলে যায় বিশ্রামে।

(৩৩)

বৃদ্ধ জানাল, জনাব আপনাকে বিশ্রামে যেতে হবে সূর্যের সাথে,
প্রতিদিনের নতুন সূর্যালোক আপনাকে জোগাবে নতুন কর্ম প্রেরণা,
রাত হলো সকল উদ্বেগ আর ব্যথা-বেদনার উপশমকারী,
এটা আগামী দিনের সফল কর্ম প্রেরণা জোগায়,
রমণী আপনাকে সঠিক উপদেশ দিয়েছেন মহান নাইট,
যে কোনো বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই হচ্ছে সার্থকতা লাভের পথ
এখন রাত্রি আসছে নেমে, তুমি এখন আমার আবাসে মেহমান,
নাইট খুবই খুশি হলেন তার এমন কথাবার্তা শুনে,
রমণী আর নাইট দুজনেই প্রবেশ করলেন সাধু মানুষটির গৃহে।

(৩৪)

বৃদ্ধ সাধকের আস্তানাটি খুবই ছোটো,
এটি নীচু একটি উপত্যকায় অরণ্যের কোল ঘেঁষে,
সারাক্ষণ তার এই ক্ষুদ্র কুটিরের পাশ দিয়ে
পথিকদের সারাদিন আনাগোনা, যাওয়া-আসা,
কিছুটা দূরে দেখা যায় এক পবিত্র গির্জা,
এই পবিত্র গির্জাতে বৃদ্ধ এই সাধুজন তাঁর
প্রতিদিনের সকাল ও সন্ধ্যার প্রার্থনা সারে,
এরই পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছ জলের ঝরনাধারা,
এই স্বচ্ছ ঝরনাধারা পবিত্র স্রোতোধারা হিসেবে পরিচিত।

(৩৫)

নাইট আর রমণী বাড়িতে ঢুকে বুঝল এটা খুবই ছোট্ট স্থান,
কিন্তু এমন চমৎকার আরামের স্থান কখনো তারা দেখেনি কোথাও,
এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর খাবার দেয়া হয় পথিকদের,
এ ক্ষুদ্র আবাস পথিকদের মনের মতো জিনিস প্রদানে চেষ্টা করে,
মহতীজনেরা এই স্থানে ত্রসে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে,
প্রতি সন্ধ্যায় তারা এখানে করে ধর্মীয় আলোচনা,
মহান এ সাধুর কাছে জমানো উপদেশ বাণী ঝরে সুধার মতো,
বৃদ্ধ অতিথিদের বলে পোপ আর মাতা মেরীর কথা,
আর প্রতিটি কাহিনি শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু করে নতুন কাহিনি।

(৩৬)

দেখতে দেখতে ক্রমে নেমে এল রাত,
গভীর ঘুমের অঞ্জন এঁকে দিল তাদের চোখে,
যেন মহান ঈশ্বরের পাঠানো আশীর্বাদের ফোটার,
মতো তাদের দু'চোখে নেমে এল মোহনীয় নিদ্রা,
অতঃপর বৃদ্ধ সাধু তার মেহমানদের যথাস্থানে রেখে,
অন্য একটি স্থানে মৃত্তিকায় শুয়ে পড়লেন,
যখন সাধু দেখলেন সবাই ঘুম অচেতন,
তখন তিনি তাঁর যাদুবিদ্যা, চিত্রকলা, নানা গ্রন্থপাঠে মন দিলেন,
আর কারণ খুঁজতে লাগল এই ঘুমন্ত মানুষগুলোর দুর্দশার।

(৩৭)

সেই গ্রন্থগুলো থেকে সাধু বেছে নিলেন কিছু ভয়াল শব্দ
কেউ কখনো পারবে না সে শব্দের শ্লোক পাঠ করতে,
কবিতাগুলোতে একটি বিষয় বোঝালেও তা অর্থ করে অন্য কিছুর,
যে কবিতাগুলো রচিত মৃত্যুদেবতা প্লুটো প্রোসপারিনার
যে স্তোত্রগুলো মহান ঈশ্বরের দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করে রচিত,
বৃদ্ধ সাধক এমন শ্লোকে খুবই মর্মাহত, কারণ এর চাইতে সে,

বেশি উৎসাহী ডেকে নিতে বিখ্যাত যাদুকর ডেমোগর্গনকে,
আঁধার রাত্রির দেবতা গর্গনকে ডাকলেন বৃদ্ধ সাধু,
যার নাম শুনে পাতালের স্টিক্স নদী আর ককেটাসও পালায়।

(৩৮)

অতঃপর সে ডাকতেই, অন্ধকার হতে মাথা বের করল এক প্রেতাত্মা
মাথাটা তার মাছির আকৃতি, আদেশের অপেক্ষায় রইল সে,
এই প্রেতাত্মাগুলো সবাই মুণ্ডুবিহীন, গজাবেনা মুণ্ড কোনোদিন,
প্রেতাত্মা সকল তাদের কাজের ব্যাপারে রইল তৎপর,
প্রেতাত্মা তার বন্ধুকে সহায়তা আর শত্রুকে ভয় দেখাতে প্রস্তুত,
এদের মাঝ থেকে দুজন প্রেতাত্মাকে বাছাই করলেন সাধু,
এ দু'প্রেতাত্মাই বিশ্বাসঘাতকতা আর মিথ্যে বলায় ওস্তাদ,
এদের এক প্রেতাত্মা ব্যস্ত রইল সংবাদ আদান প্রদানের কাজে,
অন্য প্রেতাত্মা রইল সাধুর পাশে ঘরকন্নার কাজে।

(৩৯)

প্রেতাত্মা বাতাসে ভর করে যত্রতত্র চলে খবরের খোঁজে,
আর ডুব দিতে পারে গভীর সমুদ্র জলে,
যেতে পারে অতলে নিদ্রা দেব মরফিউসের আলয়ে,
যার বসত আঙিনা স্থাপিত পৃথিবীর নীচে পাতালপুরীতে,
সেথা সাগরের জল মরফিউসের বিছানা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে
যে কারণে সদা মরফিউসের বিছানাটা ভেজা থাকে,
আর চাঁদ সদা রূপালি শিশির ফেলে মরফিউসের কপালে,
মরফিউসের মাথাটা সর্বদা থাকে নিম্নমুখী হয়ে,
যখন কালো রাত্রির অন্ধকার জড়ায় তার মুণ্ডুটাকে।

(৪০)

সংবাদবাহক এসে দেখল মরফিউসের গেটে পড়েছে তালা,
দুটো গেটই নির্মিত পালিশ করা হাতির দাঁতে,
আর অন্যান্য গেটগুলো নির্মিত রৌপ্য দ্বারা, যা খুবই মনোরম,
গেটগুলোর সামনে প্রহরী কুকুরেরা সর্বদা প্রহরারত
তাদের বিকট হুংকার আর চিৎকারে নিদ্রাকাতর জীবেরা ভোগে অস্বস্তিতে,
প্রেতাত্মা সংবাদ নিয়ে নীরবে পেরিয়ে গেল প্রহরী কুকুরদের,
গিয়ে দেখল মরফিউস গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে,
আসলেই মরফিউস ছিল গভীর নিদ্রায় মগ্ন,
এ কারণে সে তার আশেপাশের কাউকেই পেল না দেখতে।

(৪১)

পুরো জগৎ ঢলে পড়েছে গভীর নিদ্রায়,
মধুর ঘুমপাড়ানীয়া গান বাজছে মরফিউসের কানে,
সেথায় আছে এক ঝরনাধারা যা হতে পাথরে পড়ছে ফোঁটা,

যেন ছাদের উপর অবিরল ঝরছে বৃষ্টিধারা
যে শব্দধারা সৃষ্টি করেছে অবিরল মৌমাছির পাখার আওয়াজ
সেখানে কান্না, ভীতি কিংবা অন্য কোনো আওয়াজ নেই,
সেখানে মানুষের বসতির কোনো শব্দের পরশ নেই,
এখানে সর্বদা বিরাজে চিরকালীন এক নিস্তব্ধতা,
এখানে সকল কিছুই মুক্ত স্বাধীন ও নীরবতা ভরা।

(৪২)

সংবাদবাহক মরফিউসের কাছে গিয়ে জানাল তাকে,
কিন্তু সংবাদবাহকের শব্দগুলো বৃথা গেল একেবারে
কারণ মরফিউস ঘুম হতে জাগলেন না কোনো মতে,
মরফিউস ঘুমিয়ে আছে গভীর ঘুমে, শেষে
সংবাদবাহক তাকে উচ্চ শব্দ করে ঠেলতে লাগলো জোরে,
সংবাদবাহকের অনেক ধাক্কাধাক্কি চিৎকারের ফলে,
শেষে মরফিউস কী যেন একটা বলল অস্ফুট স্বরে,
যেন স্বপ্ন দেখে ঘুম হতে জেগে সমস্যা হয়েছে তার
মোট কথা, কোনোক্রমেই পুরো নীরবতা ভাঙলো না মরফিউসের,

(৪৩)

প্রেতাত্মা সংবাদ দেয়ার আগে জাগাতে চাইল মরফিউসকে,
এরই মাঝে মরফিউসকে ভয় দেখাল পাতালের রানি
হেকেট-এর বিষয় তুলে, যে নাকি ভীতির দেবী।
হেকেটের কথা শুনে ভয় পেয়ে মরফিউস,
তার মাথা জাগালো কিছুটা বিরক্তি সহকারে,
মরফিউস জানতে চাইলে সংবাদ বাহক জানাল সে এসেছে আর্কিমাগোর আবাস হতে,
তিনি হলেন বিখ্যাত যাদুকর, প্রেতাত্মারা তার কথা মানে,
যাদুকর বলেছেন, মরফিউস যেন পাঠায় কৃত্রিম স্বপ্ন
আর মায়াময় স্বপ্ন, ঘুমন্ত কিছু মানুষের তরে।

(৪৪)

নিদ্রা দেবতা নীরবে মান্য করল আর্কিমাগোর নির্দেশ,
মরফিউস তার খাঁচা হতে বের করল প্রতারণাযুক্ত স্বপ্নকে
নিদ্রাদেব স্বপ্নগুলো তুলে দিল সংবাদ বাহকের হাতে,
অতঃপর ঢলে পড়ল নিদ্রায়, যেখানে কোনো ব্যথা বেদনা নেই,
এবারে নিদ্রায় অসার হলো মরফিউসের সকল চেতনা বোধ,
সংবাদবাহক হাতির দাঁতের গেট পার হয়ে পাখির মতো উড়াল দিল,
স্বপ্নগুলো সংবাদবাহক নিয়ে এল তার পাখায় বহন করে,
অতি দ্রুত ফিরে এল সে স্বপ্ন সাথে নিয়ে,
আর তার প্রভু তাকে যে স্থানে স্থাপন করতে বলেছে সেথায় করল স্থাপন।

(৪৫)

প্রেতাত্মার প্রভু অসৎ বৃদ্ধ সর্বদা ব্যস্ত ম্যাজিক গুপ্তবিদ্যা নিয়ে,
একটি নারীকে মধ্যস্থ করে সে প্রেতাত্মাদের নিয়ে আসে,
সে শূন্যের মাঝে তৈরি করে অপরূপ নারী, পুরুষদের প্রলুব্ধ করে,
দেখে মনে হয় সত্যিকার রূপসী নারী যাতে সহজেই দুর্বল হয় পুরুষ,
রমণীকে চোখে দর্শন করেই রীতিমতো প্রেমে পড়ে যায় পুরুষেরা,
এমনকি এ রমণী নানা মোহনীয় লীলা প্রদর্শন করে মুগ্ধ করে
সাদা পোশাকের উপরে সে পরে কালো কটি, দেখে মনে হয় ঠিক উনা,
পুরুষেরা তার অপরূপ এই রূপ সুষমা দেখে,
ভুল করে বসে উনা মনে করে।

(৪৬)

যখন প্রতারণামূলক স্বপ্নকে আনা হলো বৃদ্ধ যাদুকরের সামনে,
সে নির্দেশ দিল ঘুমিয়ে থাকা নাইটের কাছে তাকে নিয়ে যেতে,
মিথ্যে স্বপ্ন গিয়ে ঢুকে গেল ঘুমন্ত নাইটের চিন্তা চেতনায়,
আর তাকে দেখাতে লাগল মিথ্যে ভালোবাসা, ঘৃণাযুক্ত স্বপ্নের ছায়াবাজি,
সে সব স্বপ্ন নাইটের পবিত্র হৃদয়ে তুলল পাপ আর ঘৃণার আলোড়ন,
অলিক স্বপ্ন দেবী উনার রূপ ধরে শায়িত হলো নাইটের পাশে,
প্রেম দেব কিউপিডের সহায়তায় নাইটের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে,
হরণ করে নিল মেকি ভালোবাসা দ্বারা নাইটের অন্তর,
অতঃপর আহবান জানাল তার সাথে প্রেম ক্রীড়ায় অংশ নেয়ার।

(৪৭)

বৃদ্ধ সেই যাদুকরের নির্দেশ মতো প্রতারক স্বপ্ন আর,
নতুন গড়া রমণী একসাথে ক্রিয়া করল আর,
চলে গেল সেই স্থানে যেখানে নাইট গভীর নিদ্রায় মগ্ন,
মিথ্যে স্বপ্ন গিয়ে স্থান নিল নাইটের মস্তিকে আর
শুরু করল ভালোবাসা আর ঘৃণার লীলাখেলা,
নাইটের কঠিন হৃদয় দলিত মথিত হলো স্বপ্নিল প্রেমে,
নাইট দেখলেন উনার রূপ ধরে শুয়ে আছে তার পাশে,
অতঃপর সেই দেবীরূপী উনার প্রেমে মত্ত হয়ে,
নাইট মেতে উঠলেন প্রেমের গভীর উদ্দীপনায়।

(৪৮)

নাইট দেখল, প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস হাজির,
যাকে নিয়ে এসেছে প্রতীকীরূপে উনারূপী প্রেতাত্মা,
উনা বাস্তবে নাইটের কাছে ছিল প্রস্ফুটিত ফুলের তুল্য,
কিন্তু ঘুমের মাঝে উনাকে মানে হলো এ রমণী,
বড়োই চরিত্রহীনা নির্লজ্জ, তার ভাবনার মতো নয় মোটেই,
আর দেবী সর্বদা গাইছে তার সামনে রোমান্টিক বিবাহ গীতি,

সকল কুমারী যুবতীরা নাচছে উনাকে ঘিরে,
আর উনা পরে আছে আইভিলতার মালা।
হরণ করেছে নাইটের হৃদয় নানা লীলা রঙ্গ সহযোগে।

(৪৯)

নাইট এমন অযাচিত বিষয়ের মুখোমুখি হননি কখনো,
জেগে উঠলেন নিদ্রা হতে অজানা এক শঙ্কা নিয়ে,
মনে হলো অজানা কোনো শত্রু যেন ঘিরেছে তাঁকে,
জেগে উঠেই অবাক হলেন উনাকে তাঁর সামনে দেখে
কিন্তু দেবী তাঁর সুন্দর মুখ ঢেকেছেন কালো আবরণে,
লজ্জায় আরক্ত দেবী তাকে প্রলুব্ধ করল চুমো দিতে,
কাছে টানল কমনীয়ভারে তাকে গ্রহণ করতে,
প্রেতাত্মাকে সত্যিকারভাবেই দেখাচ্ছিল কুমারী উনার মতো,
আর নাইটও ভুল করলেন তাকে উনা ভেবে।

(৫০)

এসব দেখে আতঙ্কিত হতাশা গ্রাস করল নাইটকে,
কিছুটা ক্রুদ্ধ হলেন এ রমণীর এমন বেহায়াপনা দেখে,
নাইট প্রথমে ভাবলেন এ নারীকে হত্যা করাই ভালো,
কিন্তু পরক্ষণেই শুধরে নিলেন নিজেকে এমন চিন্তা হতে,
নারীর বাহুর বন্ধন হতে সবলে ছাড়ালেন নিজেকে,
নাইট পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন কেমন রমণী সে,
আর উনারূপী নারী করুণ মিনতি জানাল নাইটের হাত ধরে,
রমণী কান্নায় উতল হলো, নাইটের জাগল সহানুভূতি,
তার মহতী হৃদয় কিছুটা কোমল হলো কুমারীর প্রতি।

(৫১)

রমণী বলল নাইটকে, আহ্, প্রভু আমার, প্রিয়তম মোর,
আমি দোষী সাব্যস্ত করছি আমার লুকোনো দুর্ভাগ্যকে,
আমি দোষী, এ কারণে যেতে পারছি না ঊর্ধ্বলোক পানে,
কিংবা আমি দোষী করবো অন্ধ প্রেম দেবতা কিউপিডকে,
যে তোমার ভালোবাসা পাওয়ার তরে আমাকে করেছে কাবু,
আমি জানি তোমার ঘৃণাটাই পাব কিন্তু ঈশ্বর কেন এটা করলেন,
আমাকে মৃত্যু দিলেই ভালো হতো, মৃত্যুই আমি চাই,
আমি তোমাকেই চাই কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে তা দেয় না পেতে
তুমিই বিচার করে বলো, বেঁচে থাকব নাকি মরে যাব আমি।

(৫২)

অতঃপর বলল রমণী এটা তোমার সদয় অনুভবে আসাটা উচিত,
আমি গভীর বেদনার সাথে আজ ছেড়ে যাচ্ছি আমার পিতৃভূমি,
এর বেশি বলতে পারল না অশ্রু জলে কণ্ঠরুদ্ধ হলো তার,

রমণীর কথা শুনে মনে হলো হৃদয়ের বেদনাভার সইতে পারছে না সে,
পুনরায় জানাল রমণী, তাঁর যৌবন কেটেছে চরম ভীতি আর অনিশ্চয়তায়,
আমি সহায়তা চাই তোমার, মরতে দিও না মোরে বলল কান্না জড়িত স্বরে,
বলল নাইট সহানুভূতির স্বরে, তোমার এত দুঃখ কীসের নারী,
কেন তুমি এতটা ভীত, কীসের দুঃখ তোমার?
তুমি নির্ভয়ে থাকো আমার রাজ্যে, তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ নিজের ভীতি।

(৫৩)

বলল রমণী, তোমার প্রতি আমার এ ভালোবাসা সামলানো উচিত ছিল,
কিন্তু এই ভালোবাসার উত্তাপ আমাকে ঘুমুতে দেয় না রাতে,
আমি কি গোপন ব্যথায় ভুগি রাতে যেটা তোমার মাঝে জাগাবে না করুণা,
আমি ভুগি বেদনার গ্লানিতে আর তুমি ঘুমাও পরম নিশ্চিতে,
রমণী সত্যি বলছে কিনা সহসাই সনাক্ত করতে পারল না নাইট,
নাইট কোনো ক্রমেই রমণীর এ ভালোবাসা পারল না উপেক্ষা করতে,
অথচ সে তার ভালোবাসা নিয়ে করে যাচ্ছে রীতিমতো কৌতুক,
অবশেষে বলল নাইট, ওহে রমণী তোমার বেদনায় আমিও ব্যথিত,
আর যা কিছু ঘটেছে সবই ঘটেছে অজান্তে আমার।

(৫৪)

নাইট জানাল রমণীকে, তোমার প্রতি মোর প্রেম ধুলায় হবে না বিলীন,
আমি মোর হৃদয়কে যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসা পাবে তুমি,
আমি মনে করি আমার জীবন বাঁধা রবে তোমারি বন্ধনে,
তবুও তুমি এমন ভীতি আর আশঙ্কা কোরো না যার কোনো নেই ভিত্তি,
যাও এবার বিশ্রাম নাও, কিন্তু রমণী আশ্বস্ত হলো না এতে,
তবে এতে তার মনোবেদনার কিছুটা লাঘব হলো,
রমণীর লীলা লাস্যের চাতুরালী পুরো ব্যর্থ হলো,
নাইটের কথাগুলো পৌছল গিয়ে মরমে তার,
আর দ্রুত স্থান ত্যাগ করে নিদ্রা আর বিশ্রামের তরে গেল চলে।

(৫৫)

দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে নাইট ভাবলেন এ রমণীর কথা,
ভেবে ভেবে এ রমণীর প্রতি জাগল সহানুভূতি
আর রক্তের বিনিময় হলেও একে রাখবে সে নিরাপদ,
একে তো ড্রাগন যুদ্ধে নাইট ক্লান্ত তাতে এ ভাবনা তাকে ক্লান্ত করল আরো
কোনোক্রমে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমুতে গেল সে,
ঘুমের দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে স্বপ্নে এল এক মনোরম আবাসভূমি,
সে স্বপ্নের আবাস বড়ো মনোরম, রূপসী রমণী বেষ্টিত স্থান,
নাইটের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে প্রেতাত্মা ফিরে গেল তার প্রভুর কাছে
যে প্রেতাত্মা তৈরি করেছিল দেবী উনারূপী মিথ্যে রূপসী।

কাব্যিক মূল্যায়ন

এডমন্ড স্পেনসারকৃত ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থ "The Faerie Queene" প্রকাশিত হয় ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি তিনটি পর্বে প্রকাশিত হয়। মূলত 'ফেয়ারি কুইন' স্পেনসার রচনা করেছেন মহাকাব্যিক আবহে। এ কাব্যে একজন অনুগত ধর্মপ্রাণ, সৎ বীর নাইটের আখ্যান রচিত হয়েছে, যে নাইট রানির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করেছে। যে নাইট সর্বদা অকুতোভয়, সে ড্রাগনের সাথে, দানবের সাথে লড়াই করে জয়ী হয়, সহযোগিতা করে অত্যাচারিত মানুষদের, দুর্বলদের পাশে দাঁড়ায় বন্ধুর মতো। এমনি এক দুঃসাহসী নীতি আদর্শের মূর্ত প্রতীক নাইটকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে এ বিশাল কাব্যের প্রথম পর্বটি।

কাব্যের শুরুতেই স্পেনসার জানান তিনি সারা জীবন রাখালিয়া গাঁথা, গ্রাম্য মেষপালকদের জীবনাচরণ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আর পল্লী প্রকৃতি নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। অথচ আজ তিনি বাধ্য হচ্ছেন কঠিন এক কর্ম করার তরে, কবি বলেন, তিনি আসলে গ্রাম্য গাঁথা রচনার কবি, তিনি প্রকৃতির কোমলরূপের প্রকাশ ঘটাতে সিদ্ধহস্ত, তিনি এমন জলদগম্ভীর, কঠিন ভাব গাম্ভীর্যতায় পরিপূর্ণ বীরগাঁথা অথবা মহাকাব্য রচনা করতে পারবেন না, তিনি বলেন, তিনি এই কর্মের উপযুক্ত নন। তিনি কাব্যকলার দেবীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তার এ দায়িত্বভার যেন তিনি সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, সহায়তা চেয়েছেন তিনি কাব্যকলার দেবীর কাছে।

কাব্যের শুরুতেই কবি রাজা আর্থারের বীর নাইটদের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কেমন করে একজন বীর নাইট একজন রূপসী নারী খুঁজতে গিয়ে চষে ফেলেছিল পুরোটা জগৎ। সেই সব মহতী নাইটদের গাঁথা রচনা করার জন্যই তিনি শক্তি চাইলেন চিরকুমারী সঙ্গীতের দেবীর কাছে। আর অন্য দিকে প্রেমের দেবতা কিউপিড আর সৌন্দর্যের দেবীর ভেনাসকেও আহবান করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি যুদ্ধ দেবতা মার্সকেও পাশে চেয়েছেন সাহস জোগাতে। তিনি চাইছেন দেবতা মার্স যেন তাঁর মারমুখী স্বভাব ভুলে মানবের জয় গান গাইতে গাইতে হাজির হয় কবির সামনে। আর কবিও মার্সের সহায়তায় মহান মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করবেন মহতী এক কাব্যগাঁথা।

তিনি ইংল্যান্ডের রানির জয়গান গেয়েছেন তাঁর কাব্যের সূচনাতে। তিনি রানির আশীর্বাদ চেয়েছেন, যেন রানির আশীর্বাদ তার দৃষ্টিতে আলোকও শিখা জ্বেলে দেয়। তিনি চান রানি দেবী উনার মতো সবার সামনে প্রতিভাত হোক। তিনি মূলত রানি এলিজাবেথের কথাই বলেছেন। তিনি চাইছেন রানির আশীর্বাদ যেন তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হিসেবে ঝরে পড়ে।

কাব্যের প্রথম পর্ব উন্মোচিত হয় এক মহান বীর নাইটের যাত্রার মধ্য দিয়ে। যে নাইট সর্বদা পরিভ্রমণ করে সারা দেশ জুড়ে, মাঠ-ঘাট পথে-প্রান্তরে সহায়তা দেয় দুর্বলদের, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সদা লড়াইয়ে প্রস্তুত থাকে সে। গভীর আত্মবিশ্বাস আর প্রচণ্ড সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে এ কাব্যের নাইট। যেকোনো বিরূপ পরিস্থিতি, যেকোনো দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিজেকে জড়াতে সর্বদা প্রস্তুত সে। মহতী এই নাইটের বুকে আছে মহান যিশুর ক্রুশ চিহ্ন। সে ক্রুশ চিহ্ন রক্তের রঙে অংকিত। এতে বোঝা যায়, নাইট মহান যিশুর অনুগামী, আর তাঁর কর্মকাণ্ডেও নাইট এ পথের অনুগামী। মানব কল্যাণই যেন তার প্রধান ব্রত।

নাইট রানি গ্লোরিয়ানার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে, এ বীর যোদ্ধা সদা রানির আদেশ মতোই মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। রানি যেন অলক্ষ্যে তাকে জোগায় সাহস আর অনুপ্রেরণা। রানির অনুপ্রেরণায় সে যে কোনো বিপদে সর্বদা ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। যুদ্ধ করতে প্রস্তুত সদা ড্রাগন আর ভয়াল জীবদের বিরুদ্ধে।

এগিয়ে চলেছে নাইট আগে আগে, তারই পিছে সাদা ধবধবে এক গাধায় বসে যাচ্ছে এক রূপসী যুবতী, মোহনীয় রূপের অধিকারী এই রমণী মূলত এক রাজার কন্যা, যে রাজার পুরো রাজ্যপাট ধ্বংস করেছে ড্রাগন, নিহত পুরো রাজপরিবার, শুধু নাইট উদ্ধার করে এনেছেন এই রাজকন্যাকে যার নাম উনা।

উনা আর এক বামনাকৃতির ভাড়সদৃশ মানুষ চলেছে নাইটের পেছনে পেছনে। অকস্মাৎ প্রকৃতি বিরোধিতা করল, ঝর ঝর ধারায় নামল বৃষ্টি, নাইট আর কুমারী উনা দুজনেই গিয়ে ঠাঁই নিল এক নিরিবিলি নিরাপদ স্থানে। এখানে নিরিবিলিতে স্থান পেয়ে দুজনে যেন খুশিই হলো। একে অপরকে আরো কাছে থেকে কিছুটা জানার সুযোগ পেল তারা। দুজনের ঠাঁই হলো নির্জন নিরিবিলি এক বাগিচায় যা লোক চক্ষু হতে দূরে। দুজনে নিজেদের দুর্যোগ হতে রক্ষা করতে ক্রমে ঢুকে গেল অরণ্যের গভীরে। চারপাশের প্রকৃতির অপরূপ শোভা মুগ্ধ করল দুজনকে। ঝড় জল থেমে গেলে নাইট আর রাজকন্যা উনা যাত্রা শুরু করল। কিন্তু তাদের যেন কোথায় ভুল হয়েছে, অরণ্য হতে বেরুতে পারছে না তারা, বার বার ভুল করে একই স্থানে পরিভ্রমণ করছে। এভাবে তারা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করেই সামনে পেয়ে গেল এক পাহাড়ি গুহা, তখন আঁধার নেমে এসেছে, নাইট দ্রুত চাইল সে গুহায় আশ্রয় নিতে। রাজকন্যা উনা এই বলে সাবধান করল যে, ভুলের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ করে কোনো বিপদের মাঝে পা দেয়া চলবে না। অন্ধকার গুহায় দানব কিংবা কিই না কী আছে তা কে বলবে। অতএব যে কোনো উদ্যোগ নেয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নাইট জানালেন তাঁর পক্ষে ভয় দেখে পিছু হটা লজ্জাকর ব্যাপার। নারী বললেন, 'অবশ্যই আপনার কথা ঠিক তবে চারপাশে ভালো করে দেখে নেয়া উচিত। কারণ এ অরণ্য বড়োই ভীতিকর অরণ্য মনে হয়। গোলক ধাঁধার কারণে, পথ ভুল হওয়ার কারণে রাজকন্যা উনা নাইটকে সতর্ক করেন যে, এমন গোলকধাঁধার মাঝে কোন গোপনীয় গুপ্ত রহস্য থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। হঠাৎ করেই বামনাকৃতির লোকটা একটা হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করল এই বলে যে, এ অরণ্য মানুষের বাসের উপযোগী অরণ্য নয়, অতএব, এখান থেকে দ্রুত পালাও। কিন্তু নাইট এ ব্যাপারে সম্মত হলো না, সে পালানোর ব্যাপারটাকে এক কাপুরুষোচিত ব্যাপার মনে করল। নাইট জানালেন তাঁর পক্ষে কোনোক্রমেই এ ক্ষেত্র হতে পালানো উচিত হবে না। নাইট তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাহস নিয়ে এগুলো অন্ধকার গুহার দিকে। নাইটের অস্ত্রের ঝিলিক গুহার অন্ধকার দূর করতেই এক দানবীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো তাঁর সামনে। নাইট দেখতে পেলেন, অর্ধেক সর্প আর অর্ধেক ভয়াল মানবীরূপী এক দানবী বসে আছে গুহার ভেতরে। যে দানবীর উর্ধ্বাংশ নারীদেহ আর নিম্নাঙ্গ পুরো সাপ। বড়োই ভীতিকর সেই দৃশ্য। দানবী গুহার নোংরা মাটিতে শুয়ে ছিল, বিশাল লেজটা তার ছড়ানো ছিল পুরো গুহা জুড়ে। নাইট দেখলেন দানবীর শরীরে অনেক ক্ষত, নাইট বুঝতে পারলো অনেক যুদ্ধের চিহ্ন শরীরে ধারণ করে আছে দানবী। হাজার হাজার ছানাপোনা একবার বের হচ্ছে তার মুখ হতে, আবার ঢুকে যাচ্ছে তার মুখগহ্বরে। নাইট মোটেই ভয় পেল না এই দানবীকে, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করল তাকে। শেষে জয়ী হলো নাইট এই দানবীকে হত্যা করে। আবার শুরু হলো যাত্রা, এবার আর কোনো গোলকধাঁধা নয়, পথ পেয়ে গেল তারা সামনে এগুনোর।

পথ চলতে চলতে তারা পৌছল এসে এক সমতল ক্ষেত্রে, মনোরম, সবুজ বাগিচা ঘেরা এক স্থান, সেখানে তারা সাক্ষাৎ পেল এক সাধুজনের, যে সদা ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন। সেখানে সেই সাধুর আবাসে রাত কাটানোর প্রস্তুতি নিল তারা। সাধু আসলে ছিল একজন যাদুকর, প্রেত্মাতাদের কাজে লাগাত সে। দানবীর সাথে যুদ্ধ ক্লান্ত নাইট ঘুমিয়ে পড়লেন গভীর নিদ্রায়। তার ঘুমের মাঝে বৃদ্ধ যাদুকর প্রেতাত্মার সহায়তায় উনাকে নিয়ে এল স্বপ্নে। উনা এসে প্রেম নিবেদন করল নাইটের কাছে, চুম্বন প্রার্থনা করল। আসলে এ সবই ছিল ঐ সাধুরূপী যাদুকরের কীর্তি। কিন্তু নাইট নিজেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আটকে রাখলেন, কামনা বাসনা হতে দূরে। নানা প্রলোভনেও নাইটকে যখন বাগে আনা গেল না তখন সে প্রেত্মাতা সরে গেল সেখান থেকে। উনার রূপ ধরে নানা লীলালাস্য প্রদর্শন করতে গেলে নাইট উনার সম্মানে তাকে পাঠালেন বিশ্রাম নিতে। আসলে উনার কাছ থেকে নাইট নিজেকে নিরাপত্তার বলয়ে রাখলেন। এভাবেই শেষ হয় প্রথম সর্গ।

প্রথম সর্গে মূলত এডমন্ড স্পেনসার একজন মহৎপ্রাণ মানব দরদী বীর নাইটের শক্তিমত্তা তাঁর চিন্তা চেতনা তাঁর কর্মপ্রবাহের একটা প্রাথমিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পাশাপাশি গৃহহারা, স্বজন হারা এক রাজকন্যাকে এনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর পাশে, যে ছায়ারূপে বিরাজ করে সর্বদা নাইটের পাশে পাশে।